



## 204986 - যবে ব্যক্‌তী ঋণ পরশিধে করনে তার হজ্‌জ কী শুদ্ধ হববে?

### পরশ্ন

পরশ্ন: আমি ১৪২২হিঃ সালে হজ্‌জ আদায় করছে। তববে আমার নকিট কছী মানুষবে ঋণ আছে। কারণ হচ্‌ছে- আমি কছী মানুষকে কর্‌জে হাসানা (ঋণ) দয়িছেলাম; তারা আমার সাথে পরতারণা করছে, এখন এ অর্থ পরশিধে করার দায় আমার উপর। আমি একজন শাইখকে জিজ্ঞেসে করছেলাম: আমি তো ঋণ পরশিধে করনি; এমতাবস্থায় হজ্‌জ করা জায়বে হববে কনি? শাইখ বলছেন: জায়বে হববে। কারণ আপনি জাননে যে, আপনি অচরিই ঋণ পরশিধে করে দবিনে, ইনশাআল্লাহ। একই বিষয়ে আপনাদবে এক পরশ্নবে উত্তবে বপিরীত তথ্য পলাম। এমতাবস্থায় আমার হজ্‌জ কী কবুল হয়ছে? কারণ আমি ঋণ পরশিধে না করে হজ্‌জে গছে, পাওনাদারদবে কাছ থেকে অনুমতি নইনি। যদি আমার হজ্‌জ মাকবুল না হয়; তাহলে আমার করণীয় কী? আমার পরথম হজ্‌জ কী ফরজ এবং দ্বিতীয় হজ্‌জ কী সুন্নত?

### পরয়ি উত্তব

আলহামদু ললিলাহ।

span lang=BN-BD style='font-family: SolaimanLipi;mso-bidi-font-family:SolaimanLipi;mso-bidi-language:BN-BD'> উত্তব:

আলহামদুললিলাহ।

কোন পরশ্নকারীর ইবাদত কবুল হওয়া সম্পর্ক পরশ্ন করা এবং উত্তবদাতার এ সম্পর্কে উত্তব দয়ো উচতি নয়। কারণ ইবাদত কবুল হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নকিট। বরং পরশ্ন করতে হববে ও উত্তব দতি হববে ইবাদত শুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে, ইবাদতবে শর্তাবলি ও রুকনগুলো পরপূর্ণ হওয়া সম্পর্কে।

যবে ব্যক্‌তী হজ্‌জ আদায় করল কনিত্তু তার জমিদারতিবে অন্যদবে পাওনা ঋণ রয়েছে তার হজ্‌জ সহহি হববে; যদি হজ্‌জবে রুকন ও শর্তগুলো পরপূর্ণভাবে আদায় করা হয়। সম্পদবে সাথে বা ঋণবে সাথে হজ্‌জবে শুদ্ধতার কোন সম্পর্ক নই। তববে যবে ব্যক্‌তরি ঋণ আছে সে ব্যক্‌তরি জন্য হজ্‌জ না করা উত্তম। যবে অর্থ সে হজ্‌জ আদায়বে খরচ করবে সে অর্থ ঋণ আদায়বে খরচ করা উত্তম এবং শরয়ি বিবিচেনায় সে সামর্থ্যবান নয়। এ বিষয়ে স্থায়ী কমটির আলমেগণবে ফতয়ো নম্নরূপ:

১- হজ্‌জ আদায় করার জন্য যবে ব্যক্‌তী ঋণ গ্রহণ করছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে তারা বলনে: ইনশাআল্লাহ হজ্‌জ সহহি। হজ্‌জবে শুদ্ধতার উপর ঋণ গ্রহণবে কোন পরভাব নই। শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্‌জাক



আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান।[স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১১/৪২) থেকে সমাপ্ত]

২- তাঁরা বলেন:

“হজ্জ ফরজ হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে- সামর্থ্যবান হওয়া। সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে- আর্থিক সামর্থ্য। আর যে ব্যক্তির উপর ঋণ রয়েছে, ঋণদাতারা যদি ঋণ আদায় করার আগে হজ্জ আদায়ে বাধা দিয়ে তাহলে সে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করবে না। কারণ সে সামর্থ্যবান নয়। আর যদি তারা ঋণ আদায়ে চাপ না দিয়ে এবং সে জানে যে, তারা সহজভাবে নবি তাহলে তার জন্য হজ্জ আদায় করা জায়যে আছে। হতে পারে হজ্জ তার ঋণ আদায় করার জন্য কোন কল্যাণের পথ খুলে দিবে।”

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান

[স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১১/৪২) থেকে সমাপ্ত]

আরও জানতে দেখুন [41739](#) নং প্রশ্নোত্তর।